BASTA CON IL LAVORO SOTTO OSSESSIONANTE CONTROLLO POLIZIESCO RISPETTO DEL DIRITTO DEL LAVORO ANCHE DENTRO FINCANTIERI !!!

Operai, Operaie, Lavoratori e Lavoratrici in Fincantieri a Marghera.

Oggi siamo qui per protestare contro il sistema poliziesco vigente in Fincantieri, siamo qui insieme a quattro operai espulsi dall'ingresso in Fincantieri.

Presentiamo due casi gravi:

Il caso della espulsione dai cantieri di tre operai bengalesi a tempo determinato il 14 settembre 2023 in Fincantieri a Marghera.
Shaidul, Rabbani e Rubel, erano stati accusati di volersi appropriare di un cassonetto metallico, in realtà sono stati buttati fuori dai cantieri solo perché avevano **pensato** di utilizzare un cassonetto dotato di lucchetto e chiave infilata nel lucchetto, cassonetto abbandonato da una ditta che aveva già concluso i suoi lavori sul cantiere, senza in effetti compiere alcun fatto illecito.
Ciò dimostra che in realtà la vigilanza interna ai cantieri che è intervenuta in questo caso, ha criminalizzato un comportamento in realtà spiegabile, di tre lavoratori che a fine turno cercavano soltanto un posto dove mettere al sicuro gli strumenti di lavoro che gli erano stati consegnati (pennello, rullo, guanti, nastro adesivo, coltellino, ed altri strumenti di lavoro) a causa del fatto che il capoturno non consegna facilmente i mezzi di lavoro ed incuteva loro timore.
Un fatto in sé ridicolo, che ha determinato l'espulsione dal luogo di lavoro di tre operai senza una sospensione disciplinare vera e propria, fino alla scadenza del contratto a tempo determinato che era prossima (fine settembre).
Inoltre, la illecita multa trattenuta in busta paga a ciascuno dei tre operai, di 1.000 euro, si pone come un abuso anche formale, perché il committente degli appalti di fatto dispone la cessazione del rapporto di lavoro a tre innocenti lavoratori senza che sia stato nemmeno espletata una procedura disciplinare.

Il caso di Adama, saldatore senegalese, che dal settembre 2021 attende inutilmente di poter rientrare in Fincantieri, da cui è stato bandito dopo che era avvenuto un litigio con un altro operaio dipendente di una diversa ditta di appalto, che invece dopo poco venne fatto rientrare.

Entrambe queste situazioni che oggi denunciamo come abnorme utilizzo del potere da parte del committente Fincantieri all'interno del sistema degli appalti che è ben noto a noi che ci lavoriamo, rimandano alla **mancanza di democrazia** e alla **mancanza di rispetto del diritto del lavoro** *da parte della committente stessa Fincantieri spa*, che, al di fuori di ogni procedura disciplinare, esercita un potere fuori da ogni controllo persino dell'ispettorato del lavoro, un potere quasi militare attraverso aziende di sorveglianza.
Ma Vi è di peggio: Il pass del tesserino viene concesso da Fincantieri spa su richiesta della azienda interessata a far entrare/rientrare ogni lavoratore, dopo 3 visti: quello della sicurezza, quello dell'ufficio terze ditte, e quello della portineria, che è gestita da una azienda di sorveglianza esterna.
Per cui un responsabile della portineria, può decidere per anni la esclusione anche per anni ed anni, di un lavoratore.
Non a caso ad esempio nell'ultima delle situazioni sopra descritte, come O.S.abbiamo cercato inutilmente di parlare di persona e al telefono con il responsabile della portineria, che non ci ha degnato di alcuna attenzione. Eppure agli addetti in portineria avevamo spiegato che eravamo andati a chiedere del responsabile dopo aver parlato di questo con la stessa azienda ove era occupato il lavoratore.
CHIEDIAMO CHE FINCANTIERI ISTITUISCA UN SISTEMA DI POSSIBILE RICORSO DA PARTE DEI LAVORATORI ESCLUSI CON ASSISTENZA SINDACALE.
CHIEDIAMO LA RIAMMISSIONE ALL'INGRESSO IN STABILIMENTO DI SHAIDUL, RABBANI, RUBEL E ADAMA !

COBAS APPALTI FINCANTIERI MARGHERA DI SLAIPROLCOBAS

f.i.p. via seismit doda 2/d Marghera (ve) – tel 3203583621

ফিনক্যান্টিয়ারির মধ্যেও শ্রম আইনের প্রতি আবেশী পুলিশ নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করে যথেষ্ট মার্ঘেরার ফিনক্যান্টিয়ারিতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক। আজ আমরা এখানে ফিনক্যান্টিয়েরিতে পুলিশি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসেছি, ফিনক্যান্টিয়েরিতে যোগদান থেকে বহিষ্কৃত চার কর্মীকে নিয়ে আমরা এখানে আছি আমরা দুটি গুরুতর মামলা উপস্থাপন করি: 14 সেপ্টেম্বর 2023 তারিখে তিনজন স্থায়ী বাংলাদেশী শ্রমিককে নির্মাণ সাইট থেকে বহিষ্কারের মামলা মারঘেরার ফিনক্যান্টিয়েরিতে। শাইদুল, রব্বানী এবং রুবেলের বিরুদ্ধে একটি ধাতব বিন দখল করতে চাওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল, বাস্তবে তারা একটি তালা দিয়ে সজ্জিত একটি বিন ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল এবং তালাতে একটি চাবি ঢোকানোর কথা ভেবে তাদের নির্মাণস্থল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, একটি কোম্পানী দ্বারা পরিত্যক্ত একটি বিন যেটি ইতিমধ্যেই নির্মাণ সাইটে তার কাজ সম্পন্ন করেছে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবৈধ কাজ না করে। সিআইডি দেখায় যে বাস্তবে এই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপকারী নির্মাণ সাইটগুলির অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান এমন একটি আচরণকে অপরাধী করে তুলেছিল যা আসলে ব্যাখ্যাযোগ্য ছিল, তিনজন শ্রমিক যারা শিফটের শেষে দেওয়া হয়েছিল কাজের সরঞ্জামগুলি রাখার জায়গা খুঁজছিলেন। তাদের নিরাপত্তায় (ব্রাশ, রোলার, গ্লাভস, আঠালো টেপ, ছুরি এবং অন্যান্য কাজের সরঞ্জাম) যে কারণে শিফ্ট ম্যানেজার সহজে কাজের সরঞ্জাম হস্তান্তর করে না এবং তাদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তোলে। নিজের মধ্যে একটি হাস্যকর সত্য, যা আসন্ন (সেপ্টেম্বরের শেষ) নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত শাস্তিমূলক স্থগিতাদেশ ছাড়াই তিনজন কর্মীকে কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কারের দিকে পরিচালিত করেছিল। তদ্ব্যতীত, তিনজন শ্রমিকের প্রত্যেকের বেতন স্লিপ থেকে 1,000 ইউরোর অবৈধ জরিমানাও একটি আনুষ্ঠানিক অপব্যবহার গঠন করে, কারণ চুক্তির ক্লায়েন্ট কার্যকরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ না হয়েও তিনজন নির্দোষ শ্রমিকের সাথে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক বন্ধ করার আদেশ দেয়। পদ্ধতি সম্পাদিত অ্যাডামার কেস, একজন সেনেগালিজ ওয়েল্ডার, যিনি 2020 সালের সেপ্টেম্বর থেকে ফিনক্যান্টিয়েরিতে ফিরে আসতে নিরর্থক অপেক্ষা করছেন, যেখান থেকে তাকে একটি ভিন্ন ঠিকাদারী সংস্থার দ্বারা নিযুক্ত অন্য শ্রমিকের সাথে তর্কের পরে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যাকে শীঘ্রই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে এই উভয় পরিস্থিতি যা আজ আমরা ক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে ক্লায়েন্ট ফিনক্যান্টিয়েরি দ্বারা ক্ষমতার অস্বাভাবিক ব্যবহার হিসাবে নিন্দা করি যা আমরা যারা সেখানে কাজ করি তাদের কাছে সুপরিচিত, গণতন্ত্রের অভাব এবং শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব উল্লেখ করে। ক্লায়েন্টেরই অংশ Fincantieri spa, যেটি কোনো শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতির বাইরে, এমনকি শ্রম পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নজরদারি কোম্পানির মাধ্যমে প্রায় সামরিক শক্তি। তবে আরও খারাপ আছে: কার্ড পাসটি ফিনক্যান্টিয়েরি স্পা দ্বারা 3টি ভিসার পরে, প্রতিটি কর্মীকে প্রবেশ /ফেরত করার অনুমতি দিতে আগ্রহী কোম্পানির অনুরোধে মঞ্জুর করা হয়: নিরাপত্তা একটি, তৃতীয় পক্ষের কোম্পানির অফিস একটি এবং কনসিয়ারেজ একটি, যা একটি বহিরাগত নজরদারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই একজন দ্বারস্থ ব্যবস্থাপক বছরের পর বছর বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, একজন কর্মীর। এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়, উদাহরণস্বরূপ, উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিগুলির শেষটিতে, O.S হিসাবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং ফোনে দ্বারস্থ ম্যানেজারের সাথে কথা বলার নিরর্থক চেষ্টা করেছি, যিনি আমাদের কোন মনোযোগ দেননি। তবুও আমরা রিসেপশন কর্মীদের বুঝিয়েছিলাম যে কর্মী যেখানে নিযুক্ত ছিল সেই কোম্পানির সাথে এই বিষয়ে কথা বলার পর আমরা ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম। আমরা ফিনক্যান্টিয়েরিকে ইউনিয়নের সহায়তায় বহিষ্কৃত শ্রমিকদের দ্বারা সম্ভাব্য আপিলের একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা শাইদুল, রাব্বানী, রুবেল এবং আদমাকে কারখানায় পুনরায় ভর্তি করার জন্য বলছি।

SLAIPROLCOBAS
telefono (h.14-16) 3203583621
whatsapp 3802375321
internet: slaicobasmarghera.org
telegram: SlaiProlCobas-FAO-Cobas
email: cobasappaltifincantieri@gmail.com
sede Marghera: Via Seismit Doda 2/D - martedì h 15-17,30 _ sabato h.18,30-20,30
sede Monfalcone: Via fratelli Rosselli 55 – venerdì h 10-18